শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হোক গোটা বিশ্ব তা দেখতে চায়

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. কিম হাওয়েল বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, এ ধরনের একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখার জন্য গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার বাসভবন সুধা সদনে এক বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা বাংলাদেশকে একটি অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিকভাবে শক্তিশালী দেশ হিসেবে দেখতে চাই। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরো সুসংহত হোক। সরকার যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা আমরা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছি।

ড. কিম হাওয়েল বলেন, বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় নেত্রীর সঙ্গে আলাপ করে আমার মনে হয়েছে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তিনি সে নির্বাচনে অংশ নেবেন।

তিনি বলেন, আমি আশা করছি আগামী নির্বাচনে প্রার্থীরা সঠিকভাবে অংশ নিতে পারবেন এবং জনগণও অবাধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

ড. কিম বলেন, আমরা এদেশে আর কোনো বোমা হামলা এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা দেখতে চাই না। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে আমরা একটা দেখতে চাই।

বৈঠকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চেওধুরী এবং ব্রিটিশ ফরেন অফিসের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ডেস্কের প্রধান অ্যান্তনি স্টোকস।

অপরদিকে বৈঠকে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল জলিল, প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরউল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ও দলীয় সভানেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী।

পরে সাবের হোসেন চৌধুরী বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে জানান, শেখ হাসিনা ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রীকে বলেছেন, আমাদের অনেক সমস্যা আছে। ভবিষ্যতে কীভাবে দেশ চলবে সেটা দেশের জনগণকেই দেখতে হবে।

বৈঠক শেখ হাসিনা আরো বলেছেন, সংবিধানে জনমত প্রতিফলনের যে উপায় আছে সেটা হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করতে হবে। জনগণ যাতে পছন্দের সরকার বেছে নিতে পারে সে রকম নির্বাচন চাই। সুশাসনের জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দরকার। সরকার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ষড়যন্ত্র করছে। তাই ZËveavqK সরকার ও নির্বাচন পদ্থতির সংস্কার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না।

সাবের হোসেন চৌধুরী আরো জানান, বৈঠকে AvIqvgx jxM সভানেত্রী বলেছেন, আমাদের সংস্কার প্রস্তাব বিশেষ কোনো দলকে বিশেষ কোনো সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য নয়। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থেই এই সংস্কার প্রস্ত াব। বর্তমানে যে ব্যবস্থা চালু আছে তা আরো যুগোপযোগী করা দরকার।

বৈঠকে শেখ হাসিনা দেশে মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান সম্পর্কে বলেছেন, সরকারের ভেতরের একটি গোষ্ঠী এই ধারাকে মদদ দিচ্ছে। যেসব জঙ্গিবাদী তৎপরতা ও বোমা হামলার ঘটনা ঘটছে, তার সবই ঘটছে সরকারের এই অংশটির পরিকল্পনা অনুসারে। সরকার এদের দমনে আন্তরিক নয়।

আওয়ামী লীগের লীগের অভিযোগ ক্রসফায়ারের নামে হত্যা

খুলনায় র‌্যাবের তথাকথিত ক্রসফায়ারে যুবলীগ নেতাসহ নিহত ২

খুলনায় র‌্যাবের সঙ্গে ক্রসফায়ারে জেলা যুবলীগের প্রচার সম্পাদক বাবুল মজুমদার (৩২) ও শেখ এনামুল হক বাবু (৩২) নিহত হয়েছে।

জেলা আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছে ক্রসফায়ারের নামে এক যুবলীগ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। অপর যুবলীগ নেতা কামরুজ্জামান জামালেল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা হচ্ছে সাজানো নাটক। গত মঙ্গলবার রাত চারটার দিকে রূপসা উপজেলার আলাইপুর ব্রিজ এলাকায় এই ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটে। এদিকে গ্রেপ্তারকৃত অপর যুবলীগ নেতা কামরুজ্জামান বাবুলকে গতকাল বুধবার বিকালে উদ্ধারকৃত অস্ত্রসহ ফুলতলা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

অন্যদিকে যুবলীগ নেতার মুক্তির দাবিতে গতকাল বুধবার সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত খুলনায় হরতাল পালিত হয়েছে।

১৪ দলের মহাসমাবেশে ২৫ লাখ মানুষের সমাবেশ ঘটানো হবে

২২ নভেম্বরের মহাসমাবেশে স্মরণাতীতকালের বৃহত্তম জনসমাগত ঘটাবার পরিকল্পনা নিয়ে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল। এই লক্ষ্যে সরকারি বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ, ১১ দল, জাসদ, ন্যাপ (মো.) তাদের সহযোগী সংগঠনসমূহের ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানা, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের নেতৃবৃন্দকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে। সরকারি বাধার মুখে যদি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নেতাকর্মীরা এ মহাসমাবেশে যোগ দিতে না পারেন তবুও ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের সংগঠনের মাধ্যমে সর্বনিম্ন ২৫ লাখ লোকের সমাগম ঘটাতে বদ্ধপরিকর আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল। আর এ কারণেই ঢাকার পার্শ্ববর্তী ১২ জেলা নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা জেলা, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা উত্তর, কুমিল্লা দক্ষিণ, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪টি টিমে বিভক্ত হয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন ১৪ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা।

এরই মাঝে সিদ্ধা নেওয়া হয়েছে দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা এমনটি ইউনিয়নে এ মহাসমাবেশকে ঘিরে মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানারের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর। সে অনুযায়ী দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ১৪ দলের নেতাকর্মীরা কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে চলেছেন। মাঠপর্যায়ের নেতারা প্রতিদিনের পরিস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের।

১৪ দলীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দেরপরিকল্পনা অনুযায়ী পল্টন ময়দান ছাড়িয়ে টিকাটুলী, শাহবাগ, নয়াপল্টন, পুরানা পল্টন, বঙ্গবাজার পর্যন্ত ৪ থেকে ৫০০ মাইক লাগানো হবে। ঐ সকল এলাকায় ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানা, ওয়ার্ড, ইউনিয়নের নেতাকর্মী-সমর্থকরা অবস্থান নেবেন। ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসবেন তারা তারপর থেকে আগমনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবস্থান নেবেন। সরকার যদি ঢাকার বাইরে থেকে মহাসমাবেশে যোগ দিতে আসা নেতাকর্মী-সমর্থকদের বাধা দেয় তাহলে যেখানে বাধা সেখানেই অবস্থান নেবেন নেতাকর্মী-সমর্থকরা। ঐ অবস্থানে থেকে সমাবেশ এবং স্লোগানের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদোগ নেওয়া হবে।

বগুড়ার শিবগঞ্জে আওয়ামী লীগের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল আজ

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপি ক্যাডারদের দখল করা বিহার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস ছেড়ে দেয়া ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আজ উপজেলা সদরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করেছে।

গত রোববার সন্ধ্যায় বিহার মাদ্রাসা মাঠে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আজকের হরতাল ও ২২ নভেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশ সফল করতে ময়দানহাটা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় কলেজ মাঠে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ শাহজাদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন : যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তা, জেলা আওয়ামী লীগের নির্বাহী সদস্য তৌহিদুর রহমান মানিক, হাবিবুল আলম, বকুল মিয়া, নুরুল ইসলাম, রমজান আলী ও শফি মাহমুদ।

বক্তারা ঝালকাঠিতে দু’জন বিচারক বোমা হামলায় নিহত হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে শিবগঞ্জ উপজেলা সদরে আজকের অর্ধদিবস হরতাল সফল করার আহ্বান জানান।

গত ২৩ অক্টোবর পূর্ববিরোধের জের ধরে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাররা বিহার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত ইফতার মাহফিলে হামলা চালায় এবং কার্যালয় ভাংচুর করে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আওয়ামী লীগের এক কর্মীকে আটক করে। পরে এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হয়।

রাজশাহী পাবনা ভোলা ও পাইকগাছায় বিচারক এবং ইউএনও টার্গেট

বিচারক হত্যার হুমকি আদালতে ভীতি ক্ষোভ

ঝালকাঠিতে দুই বিচারককে বোমা মেরে হত্যার রেশ না কাটতেই গতকাল অন্তত আরও ৪ বিচারককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। সরকারের নানামুখী উদ্যোগ ও বিচারকদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করেই জঙ্গিরা এ হুমকি ও তৎপরতা বজায় রেখেছে। প্রশাসনে এ নিয়ে তোলপাড় হলেও তাদের অসহায়ত্ব প্রকট হয়ে উঠছে। গতকাল রাজশাহীতে দু'বিচারককে চারদিনের মধ্যে হত্যা করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে জঙ্গিরা। পাইকগাছায় টিএনও অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাজা বোমা ও হুমকি সংবলিত লিফলেট। এখানে বিচারককে হত্যার হুমকি দিয়ে বলা হয়, বিচার কাজ বন্ধ কর : আল্লাহর আইন চালু কর। পাবনায়ও একইভাবে একজন বিচারককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। ভোলায় ইউএনও এবং এসিল্যান্ডকে টেলিফোনে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি বোমা। নতুন করে এই হুমকির ফলে আদালত অঙ্গনে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। আইনজীবী ও বিচারকদের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছে ক্ষোভ।

রাজশাহী: রাজশাহীর দু'জন বিচারককে জেএমবি সুইসাইড স্কোয়াডের পক্ষ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে।রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী জজ মো: আহসান তারেক ও শিক্ষানবিস সহকারী জজ এনায়েত কবির সরকারকে এই হত্যার হুমকি ডাক মারফত চিঠির মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। এই চিঠিপ্রাপ্তির পর উল্লিখিত দুই বিচারক মহানগরীর রাজপাড়া থানায় জিডি দায়ের করেছেন। এ নিয়ে রাজশাহীর বিচারকদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লিখিত বিচারকসহ রাজশাহীর অন্য বিচারকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশ জোরদার করেছে।

চিঠিতে বলা হয়, "জাগ্রত মুসলিম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। জেএমবি, বাগমারা। আত্রাই শাখার পক্ষ থেকে জনাব এনায়েত কবীর সরকার আপনাকে আমরা এই মর্মে হুশিয়ারি ও সাবধান করে দিচ্ছি যে, আমরা বাগমারা ও আত্রাই শাখার সুইসাইড স্কোয়াডের কর্মী। আমরা এই দেশে ইসলামের আইন বাস্তবায়ন করতে চাই। তাই আপনাকে আমরা জেএমবির পক্ষ থেকে জানাতে চাই আপনি বর্তমানে যে চাকরি করছেন সেখান থেকে অবিলম্বে আপনাকে সরে যেতে হবে। নতুবা আমরা আপনাকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো। আমরা আপনাকে এই মর্মে হুশিয়ার করে দিচ্ছি, আপনাকে সহকারী জজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আপনি অবিলম্বে আপনার দেশ বগুড়াতে চলে যাবেন। নতুবা আমাদের বাগমারা ও আত্রাই শাখার সুইসাইড শাখার কর্মীরা আপনার ওই জজ কোয়ার্টারের বাসায় আপনাকে হত্যা করে দিয়ে আসবে। মনে রাখবেন, আপনাকে অবিলম্বে এই সহকারী জজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইসলামের পথে আসতে হবে ও বগুড়া চলে যেতে হবে। ইতি বাগমারা ও আত্রাই শাখার সুইসাইড বাহিনীর কর্মীবৃন্দ।"

চিঠিটির নিচে বি. দ্র. দিয়ে আরও লেখা হয়, "জনাব এনায়েত কবীর সরকার আপনাকে অবিলম্বে এই ইসলাম বিরোধী সহকারী জজের চাকরি ছাড়তে হবে। নইলে আমরা আপনাকে হত্যা করবো। পর্যায়ক্রমে সব জজদের এই চিঠির মাধ্যমে হুশিয়ারি করে দেয়া হবে। যেহেতু আপনার বাড়ি বগুড়া তাই আপনি আমাদের মধ্যেই প্রথমে আসলেন। হয় চাকরি ছেড়ে দেন নতুবা মৃত্যুর পরোয়ানা আপনার অতি নিকটে ও কাফনের কাপড় কিনে রাখবেন।"

উল্লেখ্য, একই ধরনের চিঠি দু'জন বিচারককেই দেয়া হয়েছে।

খুলনা: পাইকগাছা ইউএনও অফিস ভবন থেকে গতকাল দুটি তাজা বোমা এবং ইউএনও, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার হুমকি সংবলিত হাতে লেখা জেএমবির ৪টি লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে। প্রথম আদালতের যুগ্ম জজ ও অর্থঋণ আদালতের ভারপ্রাপ্ত জজকে হত্যার হুমকি দিয়ে বুধবার বাংলা ভাই, জেএমবি, জনযুদ্ধ ও আল কায়দার নামে চিঠি পাঠানো হয়েছে পাবনায়। ভোলায় টেলিফোনে সদর ইউএনও ও এসিল্যান্ডকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে হামলা চালিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে।

খুলনার পাইগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ভবন থেকে বুধবার সকালে ২টি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত বোমার পাশে জেএমবির হাতে লেখা ৪টি লিফলেট পাওয়া যায়। যার একটিতে ইউএনও, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, ‘বিচার কাজ বন্ধ কর- তা না হলে বোমা মেরে হত্যা করা হবে।’

আরেকটিতে বলা হয়, ‘মানুষের তৈরি আইন বাদ দিয়ে আল্লাহর আইন চালু কর।’ বোমা ও লিফলেট উদ্ধারের ঘটনার পর উপজেলাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, বুধবার ভোরে ইউএনও’র অফিস সহকারী গুলজার রহমান অফিসের সিঁড়ির নিচে ১টি এবং অফিসের সামনে ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডের পাশে আরেকটি বোমা সুতলি দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেয়ার পর পুলিশ বোমা ২টি উদ্ধার করে পানিতে ডুবিয়ে রাখে।

পাবনায় আবার চিঠি

বিচারককে হত্যার হুমকি দিয়ে পাবনায় আবারও চিঠি পাঠানো হয়েছে। বুধবার বাংলা ভাই, জেএমবি, জনযুদ্ধ এবং আল কায়দার নামে পাঠানো এই চিঠি জেলা জজ আদালতে পাওয়ার পর আদালত অঙ্গনে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পাবনা জজ আদালত ও ডিসি অফিসসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর দেড় মাস আগে একইভাবে বিচারককে হত্যার হুমকি দিয়ে আরও ২টি চিঠি জজ আদালতে পাঠানো হয়েছিল।

এবারের চিঠিতে প্রথম আদালতের যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালতের ভারপ্রাপ্ত জজ শরিফ মোস্তফা করিমকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। চিঠি পাওয়ার পরপরই পাবনার পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জজ আদালত থেকে অবহিত করা হয়। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে যুগ্ম জেলা জজ চিঠি পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করেন।

দেড় মাস আগে পাঠানো চিঠির অবিকল বক্তব্য দিয়েই বুধবার চিঠি পাঠানো হয়। এর আগে প্রেস ক্লাবসহ ৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে বোমা হামলার হুমকি দেয়া হয়েছিল। বুধবারের চিঠিতে পাবনার অর্থঋণ আদালতের বিচারককে সপরিবারে হত্যা ও আত্মঘাতী বোমার মাধ্যমে আদালত ভবন উড়িয়ে দেয়ারও হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে যুগ্ম জেলা জজ চিঠি পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করেন।

ভোলায় টেলিফোন

ভোলায় সদর ইউএনও ও এসিল্যান্ডকে বুধবার সকালে টেলিফোনে অজ্ঞাত কণ্ঠে আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে তাদের ওপর বোমা হামলা করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার পরপরই ওই দু’অফিসসহ ভোলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। এ ঘটনায় ভোলা থানায় ২টি সাধারণ ডায়রি করা হয়েছে। ভোলা সদর উপজেলার ইউএনও সত্যেন্দ্র কুমার সরকার যুগান্তরকে জানান, গতকাল সকালে একটি টেলিফোন আসে। ওই সময় তিনি অফিসে না থাকায় অফিস পিয়ন মো: ইউনুছ টেলিফোন রিসিভ করেন। পুরুষ কণ্ঠে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়, ‘২৫ তারিখের মধ্যে ইউএনও এবং এসিল্যান্ড অফিসে বোমা হামলা হবে। ইউএনও সাব যেন সতর্ক থাকেন।’ এর পরপরই লাইনটি কেটে দেয়া হয়। বেলা ১১টায় খবর শুনেই তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন মহলে জানান।

অপরদিকে সদর উপজেলার সহকারী ভূমি কমিশনার আনন্দ কুমার বিশ্বাস যুগান্তরকে জানান, তিনি সকাল ১০টা ৪৯ মিনিটে একটি টেলিফোন রিসিভ করেন। পুরুষ ও পরিপক্ব কণ্ঠে ও প্রান্ত থেকে বলা হয়, ‘আজ থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে হামলা হবে। সতর্ক থাকবেন।’ এসব টেলিফোনের পর দু’কর্মকর্তাসহ অফিস স্টাফরা উদ্বেগাকুল দিনযাপন করছেন। দু’কর্মকর্তাই ভোলা থানায় এ ব্যাপারে ২টি সাধারণ ডায়রি করেন। এসব অফিসে এখনও কোন পুলিশ দেয়া হয়নি।

জাবিতে বোমা উদ্ধার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে বুধবার দুটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় পুরো ক্যাম্পাসে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ৮টায় ঝাড়ুদার মনজুরুল হক হলের চতুর্থ তলার পশ্চিম পাশের বাথরুম পরিষ্কার করতে গিয়ে লাল স্কচটেপে মোড়ানো একটি বোমা দেখতে পান। এ সময় তিনি বিষয়টি দ্রুত হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নূরুল

হককে জানান। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাভার থানাকে বিষয়টি জানালে সাভার থানার ওসি গোলাম হায়দারের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল পুলিশ এসে বোমাটি উদ্ধার করে।

Z_¨mÎt ˆ``wbK hMvšÍi, b‡f¤^i 17, 2005

জঙ্গি সহযোগীরা প্রশাসনে?

ধর্মীয় উগ্র মতাদর্শে বিশ্বাসী ও ইসলামি জঙ্গিদের সহযোগীরা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলে আশঙ্কা রয়েছে।

সম্প্রতি সচিবালয়ের এক কর্মচারী এবং উত্তরাঞ্চলের মাঠপর্যায়ের কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা জঙ্গিদের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন বলে পুলিশ সুত্রে জানা গেছে। এরআগে জামাআতুল মুজাহিদিনের সক্রিয় কর্মী ও বোমা হামলার পরিকল্পনাকারী হিসেবে জাতীয় সংসদের নিরাপত্তা কর্মকর্তা বাবুল আনসারী এবং বোমা প্রশিক্ষক হিসেবে সাবেক এক সেনাসদস্য গ্রেপ্তার হন। এখন প্রশাসনের আর কোথাও জঙ্গিদের সহযোগী বা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকজন রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ, র‍্যাব ও গেয়েন্দা সংস্থাগুলো।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও জঙ্গি তৎপরতা পর্যবেক্ষকদের মতে, জঙ্গিরা একের পর এক কৌশল পাল্টে ‘কথিত জিহাদের’ নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কর্মধারার প্রতিটি পর্যায়ে সমন্বয় রয়েছে। প্রথমদিকে তারা সদস্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-বিস্ফোরক মজুদের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় সিনেমা হল, যাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়েছিল। একই সঙ্গে তারা মাঝে মধ্যে লিফলেট ছেড়ে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানালেও সরকার তা আমলে নেয়নি। জঙ্গি তৎপরতার দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে তারা ১৭ আগস্ট একযোগে সারা দেশে বোমা ফাটিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক অস্তিত্ব, দেশব্যাপী বিস্তৃতি ও দক্ষতার জানান দেয়। একই সঙ্গে তারা লিফলেট ছেড়ে আল্লাহর আইন বাস্ত বায়নের দাবি জানায়, নইলে হামলার হুমকি দেয়।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এখন তৃতীয় পর্যায়ে এসে জঙ্গিরা প্রাণঘাতী হামলা চালাচ্ছে; ক্ষেত্রবিশেষে আত্মঘাতী হামলাও করছে। তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা কৌশলেরও আশ্রয় নিচ্ছে।

এদিকে প্রশাসনের অভ্যন্তরে জঙ্গিদের অনুসারী ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক থাকার কথা এখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সম্প্রতি সচিবালয়ের এক গাড়িচালককে জঙ্গি সদস্য হিসেবে শনাক্ত করার পর সে পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

উত্তরাঞ্চলের একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান, ঐ এলাকায় ইতিমধ্যে কয়েকজন মাঠপর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাকে শনাক্ত করা হয়েছে; যারা জেএমবির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ রকম আর কেউ সরকারের কোনো অংশ, প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থায় রয়েছে কি না তা এখন সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গি নেতারা ধরা না পড়ার পেছনে এদের প্রভাব বা ছত্রচ্ছায়া কাজ করছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়।

কারণ, এর আগে একই অভিযোগে সংসদের নিরাপত্তা কর্মকর্তা বাবুল আনসারী ও এক সাবেক সেনাসদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বাবুল আনসারী ঢাকার বাসায় বসে বোমা হামলার পরিকল্পনা করেছেন-এমন খবরও পুলিশ পেয়েছে। কিন্তু গ্রেপ্তারের পর বাবুল আনসারীর ব্যাপারে আর কোনো তৎপরতার কথা জানা যায়নি। এমনকি জাতীয় সংসদের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আর কোনো জঙ্গি সহযোগী আছে কি না; সে ব্যাপারেও বাবুল আনসারীকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

জঙ্গি তৎপরতার একজন পর্যবেক্ষক বলেন, গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে জঙ্গি নেতা বাংলা ভাই ও তার বাহিনী যখন রাজশাহী ও নওগাঁ জেলার তিন উপজেলায় কথিত চরমপন্থি দমনের নামে সশস্ত্র অবস্থায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল; তখন বাংলা ভাইয়ের প্রতি রাজশাহীর তৎকালীন পুলিশ সুপার মাসুদ মিয়া ও নওগাঁর তৎকালীন পুলিশ সুপার মতিয়ার রহমানের সহযোগিতার ব্যাপারে কোনো রাখঢাক ছিল না। এমনকি তখন রাজশাহীর পুলিশ সুপার মাসুদ মিয়ার সঙ্গে তার অফিসে বাংলা ভাইয়ের বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসার ছবিও সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। বাংলা ভাই প্রকাশ্যে

মাইকে ঘোষণা দিয়ে চরমপন্থিদের আত্মসমর্পণ করিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। পরে চরমপন্থিদের পুলিশে সোপর্দ করলেও আধুনিক অস্ত্রগুলো পুলিশের কাছে দেয়নি। ওই সময় বাংলা ভাইয়ের জঙ্গি বাহিনীর সদস্যরা ট্রাক, মোটরসাইকেলযোগে মিছিল নিয়ে রাজশাহী শহর দাপিয়ে বেড়ায়। তখন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলা ভাই ও জেএমবির যে সম্পর্ক ছিল, জঙ্গিদের সঙ্গে এখনো সে সম্পর্ক রয়েছে কি না তা সরকারে পরিষ্কার করা উচিত।

পর্যবেক্ষকদের মতে, তখন রাজশাহী অঞ্চলের সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও সাংসদ বাংলা ভাইকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল বলেও অভিযোগ উঠেছিল। ওই সময় জামায়াতে ইসলামীর আমির শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী তাদের e³Zvয় বলেছিলেন, 'বাংলা ভাই নামে কেউ নেই, এটা মিডিয়ার সৃষ্টি'। অথচ সেই বাংলা ভাইকে ধরার জন্য সরকার ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতে হয়েছে। এসব মন্ত্রী তখন বাংলা ভাই ও রাজশাহীতে জঙ্গিদের তৎপরতার বিষয়টি কেন আড়াল করতে চেয়েছিলেন সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

এ ছাড়া আল-কায়েদার সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন দেশে চিহ্নিত ও নিষিদ্ধ সৌদিভিত্তিক এনজিও আল-হারামাইন ফাউন্ডেশন, কুয়েতভিত্তিক এনজিও রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি এবং ওসামা বিন লাদেনের সহযোগি এনাম অরনেটের (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে আটক) সংস্থা বেনোভোলেন্স ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনও এ দেশে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল বলে অভিযোগ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি সরকারের অনুরোধে গত বছর আল-হারামাইনের কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার বন্ধ করে দেয়। তার আগে বেনোভোলেন্স ইন্টারন্যাশনালের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে কুয়েতি এনজিওটি এখনো এ দেশে তৎপর রয়েছে। বহুল আলোচিত এই কুয়েতি এনজিওর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার কোনো ব্যবস্থা এখনো নেয়নি।

যোগাযোগ করা হলে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) আবদুল কাইয়ুম প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশের ভেতরে জঙ্গি অনুসারী কেউ আছে বলে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য তার কাছে নেই। তবে পুলিশ এ সম্পর্কিত সব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।

পুলিশের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, পুলিশ, সচিবালয় ছাড়াও অন্যান্য সরকারি সংস্থায়ও জঙ্গি মতাদর্শে বিশ্বাসী অনেক লোকজন রয়েছে। এখন কাউকেই সন্দেহের বাইরে রাখার সুযোগ নেই। তবে সরকার চাইলেই হঠাৎ করে এদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না; তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তিনি বলেন, এ জন্য একটা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শনাক্তকরণ ও এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

পুলিশ ও র‍্যাবের একাধিক পদস্থ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, প্রথম থেকে গোয়েন্দা নজরদারি না থাকায় জঙ্গিদের কর্মতৎপরতার জাল ও বিস্তৃতি ঠেকাতে প্রশাসন সফল হচ্ছে না। ফলে শায়খ আবদুর রহমান, বাংলা ভাই বা আতাউর রহমান সানির মতো শীর্ষ কোনো জঙ্গি নেতাকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি।

কর্মকর্তারা বলেন, তারা নিশ্চিত যে এসব জঙ্গি নেতারা কেউ এক জায়গায় বেশি দিন থাকছে না। পুলিশ-র‍্যাবের অভিযানের মুখেও জঙ্গি নেতারা নতুন নতুন হামলার পরিকল্পনা করে যাচ্ছে।

গতকাল বুধবার খুলনার পাইকগাছায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে এবং আগের দিন ঠাকুরগাঁওয়ে বেতার-টেলিভিশন কেন্দ্রের কাছে শক্তিশালী বোমা পাওয়া গেছে। জঙ্গিরা হুমকি সংবলিত লিফলেটও রেখে গেছে।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শাহেদুল আনাম বলেন, জঙ্গিরা উপজেলা পর্যায়ে বোমা রেখে জানান দিতে চাচ্ছে, তাদের অবস্থান দেশের সর্বত্র, তৃণমূল পর্যায়েও রয়েছে। এত অভিযানের পরও সরকার জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক দুর্বল করতে পারেনি। এতে করে তাদের কর্মীরা আরো উজ্জীবিত হবে ও নতুন রিক্রুটমেন্ট সহজ হবে। পাশাপাশি প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করাও তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে, যেখানে বোমা পাওয়া যাবে প্রশাসন সেসব স্থানের প্রতিই বেশি মনোযোগী হয়ে পড়বে। এ সুযোগে অন্য এলাকার লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো তাদের জন্য সহজ হবে।

Z_¨m~Î t ˆ`wbK c_g Av‡jv, b‡f¤^i 17, 2005

মন্ত্রীর সামনে বিচারকের প্রশ্ন
দেশে সরকার আছে কি?

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ও ঢাকার বিভাগীয় বিশেষ জজ রেজাউল করিম খান চুন্নু যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এরপর আর যদি একজন বিচারক জঙ্গি হামলায় মারা যান, তাহলে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে বিচার বিভাগ নামের অংশটি মুছে যাবে। তিনি প্রশ্ন করেন, দেশে সরকার আছে কি। যদি সরকার থাকে, তাহলে ১৭ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত তিন মাসে জেএমবির মূল উৎপাটন করা হয়নি কেন? কেন সব জেএমবি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়নি?

গতকাল বুধবার বিকেলে হঠাৎ করে ঢাকা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে নাজমুল হুদা ঢাকার জজ আদালতে হাজির হয়ে বিচারকদের এক অনির্ধারিত সভায় মিলিত হন। সভায় মন্ত্রীর বক্তব্যের আগে বিচারকরা ঝালকাঠিতে বোমা হামলায় দুই বিচারকের নিহত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় বিশেষ জজ রেজাউল করিম চুন্নু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, একজন গানম্যান দিয়ে নিরাপত্তা বিধান করা যাবে না। সরকারের উচিত, সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে সংলাপে বসা। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি বলেন, এরপর আর যদি একজন বিচারক জঙ্গি হামলায় মারা যান, তাহলে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে বিচার বিভাগ নামের অংশটি মুছে যাবে। মহাসচিব হিসেবে তিনি এ ঘোষণা দিচ্ছেন।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, দাবি-দাওয়া, ক্ষোভ-উৎকণ্ঠা আমরা সরকারকে জানাব। কারণ আমরা স্বজনহারা। কীভাবে নিরাপদে বিচারকাজ চালাব, আমরা সেটা বুঝি। অন্য কিছু বুঝি না।

অন্য বিচারকরা তাদের বক্তব্যে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের বাসা একই এলাকায় বরাদ্দ দেওয়া এবং রাস্তায় চলাচলের সময় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি জানান। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে বিচারকদের এজলাস নিয়মিত যাতে পরীক্ষা করা হয়, সে দাবিও জানানো হয়।

সভায় মহানগর দায়রা জজ মোঃ মমিনউল্লাহ, মুখ্য মহানগর হাকিম জালাল আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা জজ শামসুল হক, কামরুল হোসেন, ঢাকার পিপি মহসীন মিয়া, আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা জেলা জজ আদালতের সম্মেলনকক্ষে জেলা ও দায়রা জজ মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ঢাকার সব বিচারক, জেলা প্রশাসক, মুখ্য মহানগর হাকিম, আইনজীবী সমিতির নেতারা সভায় উপস্থিত হয়ে যোগাযোগমন্ত্রীর কাছে নিরাপত্তা চেয়ে কিছু দাবি পেশ করেন।

এদিকে গতকালও ঢাকার আদালতের অবস্থা থমথমে ছিল। আদালতে বিচারপ্রার্থীদের উপস্থিতিও ছিল কম। ২টার আগেই আদালতের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। সব বিচারক এখনো সরকারঘোষিত গানম্যান পাননি। গতকাল সকালেও বিচারকদের গাড়ির নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়নি।

Z_¨mÎ t ˆ`wbK c_g Av‡jv, b‡f¤i 17, 2005

পাইকগাছায় ইউএনওর কার্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর থেকে ৪ বোমা উদ্ধার

খুলনার পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় ও এর সামনের চত্বর থেকে গতকাল বুধবার সকালে দুটি অবিস্ফোরিত বোমা এবং নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদিনের (জেএমবি) হাতে লেখা চারটি লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে গতকাল দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পাইকগাছা ইউএনও কার্যালয় থেকে উদ্ধারকৃত লিফলেটগুলোয় আল্লাহর আইন চালুর আহ্বান এবং ইউএনও, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের বিচারকাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদের বোমা মেরে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

পাইকগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিএ এনামুল হক জানান, প্রায় ৪০০ গ্রাম ওজনের দুটি বোমা আলাদাভাবে ইউএনওর কার্যালয়ের সিঁড়ি ও সামনের চত্বরে পড়ে ছিল। এক কর্মচারী তা দেখে পুলিশে খবর দেন। বোমাগুলো স্থানীয়ভাবে তৈরি বলে ধারণা করা হচ্ছে। বোমাগুলো পরীক্ষার জন্য যশোর সেনানিবাসের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি নভেম্বর মাসের শুরুর দিকে জেএমবির নামে লেখা ডাকে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে খুলনার রূপসা ও ডুমুরিয়া থানা ভবন, রংপুর পুলিশ ক্যাম্প এবং ইউএনও কার্যালয়, বাসভবন ও তাদের পরিবারকে বোমা মেরে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

Z_¨mÎt ˆ`wbK c_g Av‡jv, b‡f¤^i 17, 2005

প্রতিবাদে সারা দেশে হাবের বিক্ষোভ কাল

৪০ হাজার নন-ব্যালটির হজে যাওয়া এখনো অনিশ্চিত

আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে হজ ফ্লাইট শুরু হচ্ছে। কিন্তু নন-ব্যালটি প্রায় ৪০ হাজার যাত্রীর হজে যাওয়া এখনো অনিশ্চিত। গতকাল বুধবারও বিমান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত তিন ঘণ্টার বৈঠকে বিমান ভাড়া নিয়ে সৃষ্ট সংকট কাটেনি। মন্ত্রণালয়, হজ এজেন্সি এবং দেশী-বিদেশী এয়ারলাইন্সগুলো কেউই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরতে রাজি হয়নি।

এদিকে সংকট নিরসন না হওয়ায় হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে। একই সঙ্গে সারা দেশের মসজিদে অনুরূপ কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছে হাব।

Z_¨mÎt ˆ`wbK c_g Av‡jv, b‡f¤^i 17, 2005